যুগান্তর

তারিখ 28 NOV 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

মাদ্রাসা থেকে আগত ঢাবি শিক্ষার্থীদের ধর্মঘট প্রত্যাহার

শনিবার দুপুর পর্যন্ত আলটিমেটাম

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মাদ্রাসা থেকে আগত শিক্ষার্থীরা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তাই আজ সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটভুক্ত বিভাগ পরিবর্তনকারী ভর্তি পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমিটির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তারা এ সিদ্ধান্ত নেন বলে জানান মাদ্রাসা ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান। একই সঙ্গে আগামী শনিবার দুপুর ১২টার মধ্যে তাদের দাবি মেনে না নিলে তারা সোমবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘট আহ্বান করেছেন। ওইদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিটভুক্ত কলা, আইন এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা রয়েছে। আন্দোলনকারীরা ওই পরীক্ষার দিন আবার ধর্মঘট আহ্বান করেছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রাতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরি বৈঠক বসে।

বিক্ষোভ-সমাবেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে শর্তারোপের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে

ধর্মঘট : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

ধর্মঘট : প্রত্যাহার

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পসে বিক্ষোভ-সমাবেশ এবং কালো পতাকা মিছিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একাংশ। তারা মাদ্রাসা ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ কমিটির ব্যানারে ওই কর্মসূচি পালন করে। এর আগে বুধবার তারা 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষা প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে ধর্মঘট আহ্বান করেছিল। সকাল ১০টা থেকে তারা অপরাজেয় বাংলায় বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এসময় তারা কলা ভবনের সামনে টানিয়ে দেয়া আসন বিন্যাস গুড়িয়ে দেয়। বেলা ১১টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত উপাচার্য কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ডিনস কমিটির বৈঠক

এ বিষয়ে, সিদ্ধান্ত নিতে সকালে উপাচার্যের নেতৃত্বে জরুরি ডিনস কমিটির বৈঠক বসে। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, আন্দোলনকারীদের দাবি অনুযায়ী তারা শর্তারোপের বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষার পর জেনারেল অ্যাডমিশন কমিটি বা প্রয়োজন হলে একাডেমিক পরিষদ ডেকে সিদ্ধান্ত নেবেন। ওই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগ পর্যন্ত যেসব বিষয়ে বিশেষ চাহিদা প্রদান করা হয়েছে তা স্থগিত করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের স্বার্থে ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে তারা আন্দোলনকারীদের অনুরোধ করেন। ডিনস কমিটির বৈঠক শেষে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন ও আর্থ সাইন্স অনুষদের ডিন এসে শিক্ষার্থীদের ওই সিদ্ধান্তের কথা জানান। এসময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন তাদের কয়েকজন।